Climate Change and Global Warming (2018 --- 2019)

Episode 22 : Global warming Refugges

রচনাঃ – সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত ।

চরিত্র –

জেলে – মোহন ও আলম

রিপোর্টার – রজত, সীমা, বকুল,

স্কুলের সদস্য – মহেশ,

সমাজসেবী – সুরেশজি

পট ১

জলের ছলাত ছলাত শব্দ, ভাটিয়ালি গানের সুর বাজছে ...গুনগুন করে সুর মেলায় মোহন, মাঝে মাঝে আলম ও মোহন দুজনেই খুশির মেজাজে কথা বলছে .....

মোহন– ও আলম চাচা, অনেক্ষণ তো হল জাল ফেলাইছি, এইবার জালে টান দেওনের সময় হইল না? না কি আর একটু রাখবা? এইটাই তো এইবারের মত শেষ টান তাইতো? ... (তৃপ্তির ও খুশির সুরে) এইবার তো ঘরে ফেরার পালা

আলম – হা, হা (হাসি) বুঝিরে বুঝি ঘরের কি টান, সে কি যে সে টান?

সেইখানে যে কতগুলা মুখ আমাদের পথ চায়ইয়া বইসা আছে ... (একটু থেমে) নে নে আর দেরি করিস না সময় হইয়েছে, ... জালে টান দে ..... দে টান, টান দে ... হেই ইয়া --- হেই ইয়া .....

মোহন - হ্যাঁ টানো, টা-নো ... টান দা--ও...হেই, হেই,... চাচা মনে হচ্ছে এইবার ভারটা যেন একটু বেশি বেশি ঠেকছে, তাইনা চাচা?... (কথার সুরে ভারি কিছু টানার এফেক্ট)

আলম – হুম ... ভার আছেরে, ভাল ভার আছে ... নে, নে তোল, তোল ... এইবার ফ্যালা ফ্যালা, পাটাতনের ওপর ফ্যালা... (পাটাতনের ওপর মাছ শুদ্ধ জাল রাখার আওয়াজ)

মোহন – কি চাচা, কেমন ? কেমন বুঝছ, এইবার যা মা-ছ উঠাইছি, বাজারে ভাল দাম পড়বে ...কি বল তাইনা? (কথায় স্থানীয় টান ও খুসির মেজাজ)

আলম– যা বলিছিস, বাজারে নিয়া ফেলতি পারলি আর দেখতি হবে না ... মনে আশা যে ভালো আয় হইবোই, ...তা ... হ্যাঁরে, মোহন, আর সব নৌকাগুলারে দেখতে পাস? অদের কি অবস্থা?

মোহন – অ---ই তো, ঐ তো সব আছে, ...ঐ দূরে দেখতে পাওনা, ঐ তো ? মনে হয় ওরাও ফেরার তোড়জোড় করতাছে ... আজ নিয়া তো দুইদিন হইয়া গেল, আজ তো আমাদের ফিরতেই হইব চাচা; মনে নাই, আসার সময় ঐ মাতব্বর আর ক্লাবের ছেলেরা বারবার করে সাবধান করে বলে দিল যে আবহাওয়া খারাপ হতে পারে,..নিম্নচাপ দানা বাঁধছে, জোর হাওয়ায় উথাল পাথাল হবে সমুদ্দুরের জল তাই কোনো মতেই দুই দিনের বেশি দেরি না করতে ... আজ জোয়ারের আগে নদীতে ঢুকতেই হইব ...

আলম – হ্যাঁরে, সে হইয়া যাইব, কিন্তু ..(চিন্তিত সুরে) আমি চিন্তাই অন্যকথা ...

মোহন – (অবাক সুরে) অন্যকথা? চিন্তা!! ক্যান চিন্তার কি আছে গো? ... চিন্তা করণের হইলটা কি ? (এফেক্ট)

আলম – আছে আছে, ভাবনার কথা আছেরে ব্যাটা, ...এই যে ঝড়-জলের কথা আগাম বলতাছে না, কে জানে এবার তার রকম-সকম কেমন হইব ... কবে যে

আবার মাছ ধরতে বাইরাইতে পারব কে জানে? প্রকৃতি মায়ের খেয়ালিপনার তেজ আজকাল যেন বেশ বাইড়া গেছে .... বলতাসে চারিদিকে নাকি তাপ বাড়তাছে .....

মোহন – হুম, তা যা বলিছ চাচা, এই 'তাপ বাড়া', 'পৃথিবী গরম হওয়া' তার সাথে 'সাগরের জল বাড়া' কথাগুলা ইদানীং খুব শুনি বটে, ... তবে কি জান চাচা এইবার তো বেশ ভাল পরিমাণ মাছ উঠাইয়াছি তাই আয়টাও ভালই হইব, সেই কারণে বাইরাইতে না পারলেও চিন্তাটাও একটু কম, কি বল চাচা?

আলম – হুস, চিন্তা কম কিরে ব্যাটা !!! আমারতো ঐ খানেই বেশি চিন্তা ... আয়ের সবটা তো আর আমরা চোখে দেখব না .....(চিন্তিত সুরে) ওই শিবু, আব্দুল, জামাল, নন্দ ওদের কথা মনে নাই? তাই মনটা বড় খারাপ লাগেরে ... ভিতরে ভিতরে রাগ বাড়ে ...

মোহন – (বেশ রাগ রাগ গলায়) অ, ঐ দালালগুলার কথা ভাব? (থেমে)... আরে দূর, দূর ... ভাইবা কি আর করবা বল ... দিনকাল যা পড়েছে চাচা, এইটা আমাদের সহ্য কইরা মাইনা লইতেই হইবো ... নয়ত মাছ নিয়া বাজারে ফেলতেই দিবোনা ...

আলম – এইটাই তো আমার সহ্য হয়না, ... কষ্ট কইরা জীবনের ঝুঁকি নিয়া মাছ ধরব আমরা জেলেরা, আর কোথাকার এই দালালের দল মাঝখান থিকা মুনাফা লুটবো কোনও পরিশ্রম না কইরাই? ...

মোহন – ভাইবা কি লাভ হইবো? ওদের কথা না মানলি তো ... (শঙ্কিত হয়ে) উঃ, মনে নাই ... সেবার শঙ্করের কি হালটাই না করছিল ? শঙ্কর বলছিল " আমি দিব না, আমি আমার মাছ থিকা একটা মাছও দিব না" .... (ব্যাথাতুর গলায়) উফ, তারপর ওরা ...

আলম – খুব মনে আছে রে, খুব মনে আছে ... চাইরজনে মিলা শঙ্কররে কি মাইরটাই না মারছিল ... অরে তো ওরা মাইরাই ফেলাইত ... প্রাণের হুমকি পর্যন্ত দেছিল, নেহাত তোরা সব ওদের হাতে-পায়ে ধইরা ছাড়াইলি ...তাও রে-হা-ই

মেলেনাই, ওর সব মাছ ব্যাটারা নিয়া লইয়া রটাইয়া দিল যে ভিন রাজ্যের লোক হামলা কইরা মাছ লুট করসে ... আর সবাই সেইটা মাইনাও লইল ... হায় আল্লা, কোনও তল্লাশি হইলনা ক্যান, দ্যাশে কি আইন কানুন নাই? কোনও প্রতিকারও হইল না .....

মোহন – তবে আর বলছি কি চাচা, বোঝ ওদের কত্ত ক্ষমতা, তাই মাইনা লও চাচা মাইনা লও, অভ্যাস কইরা ফেলাও ...আর ভাইবা মন খারাপ কইরো না চাচা, ...(থেমে) নাও চাচা নাও, বোট চালু কর ..... এইবার ফিরতে হবে তো ...

(..... বোট চালু করার শব্দ ... .)

আলম – বাপজান, অন্য বোটগুলা কই রে ? ওরাও তো ফিরব ...

মোহন – হ্যাঁ হ্যাঁ, অ---ই তো, সব দূরে দূরে ... ঐ তো, ওরাও সব বোটের মুখ ঘুরাইতাসে ... সব এখনই ফিরতাসে ..... চল চল আমরা এইবার নদী মুখে ফিরি ..... জোয়ারের সময় হইয়া আসতাছে ... কেমন একটা হাওয়াও ছাড়ছে ... সাগর উত্তাল হতি দেরি লাগবে না গো .....

আলম – হ্যাঁ তাইতো, হাওয়ার গতিক যেন কেমন ... নৌকার গতি বাড়া, গতি বাড়া .....

মোহন – (চেঁচিয়ে) – ও ভাইসব, জলদি জলদি আইসা পড়, ... কোটালের আগে নদিতে ঢুইকা আস, সব্বাই ঢুইকা আ---স--- ..... সাগর মাতলে আর দেখতি হবে না .....

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

পট – ২

ভাষ্য– সেদিন মোহন, আলম, শঙ্কররা কোন সাবধান বানীর কথা মাথায় রেখে তাড়াতাড়ি ফিরতে চাইছিল নদীর নিরাপদ আশ্রয়ে বা কোন বিপদের আশঙ্কা তাদের

তাড়া করেছিল সেটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়নি । ঘরে বাইরে নানান বিপদ নিয়েই তাদের জীবন ও জীবিকা টিঁকে থাকে । সে রকম ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটছে .. যেমনটি হয়েছিল গত ২০১৮-র ডিসেম্বরের মাঝামাঝি । তখন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি গভীর নিম্নচাপ দানা বেঁধেছিল যার পরিণতি হল ঘূর্ণিঝড়, সারা বছরে যা ছিল ঐ অঞ্চলের অর্থাৎ উত্তর ভারতমহাসাগরীয় এলাকায় সপ্তম ঘূর্ণিঝড়; আবহবিদদের মতে এক বছরে একই অঞ্চলে সাতটি ঘূর্ণিঝড় তৈরির ঘটনা মোটেও সুলভ নয় .. আর এর আবির্ভাবের কারণ হিসাবে তাঁরা বিশ্ব উষ্ণায়নকেই দায়ী করছেন । ইতিমধ্যেই যে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গেছে সে কথা সর্বজনবিদিত এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির যে একটা সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে সে ব্যাপারে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা একমত । যার ফলে বিগত কয়েক বছরে প্রবল ও অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সাক্ষী হয়ে থেকেছে উপকূলবর্তি এলাকার জনজীবন; ব্যহত হয়েছে তাদের জীবিকা, বাস্তুতন্ত্র, কৃষিকাজ, ও আঞ্চলিক অর্থনীতি। আজ সারা বিশ্বের উপকূল অঞ্চল যে বিপন্ন তার জন্য দায়ী এই উষ্ণায়ন। একদিকে যেমন গলছে বরফ, বাড়ছে সমুদ্র জলতলের উচ্চতা, নামছে ধ্বস ও নোনা- জলে প্লাবিত হচ্ছে মূলভূমিখণ্ড তেমনই অন্যদিকে একদল মানুষ স্বদেশে থেকেও লাভ করছেন "উদ্বাস্তু" তকমা !! ..... (করুণ মিউজিক্যাল এফেক্ট) ..... শুনে খুব আশ্চর্য হলেন তাইনা? তবে চলুন, এই ব্যাপারে আমরা বকুল, সীমা, ও রজতের কাছে যাই ..... ওরা হল একটি সংবাদ-মাধ্যম সংস্থার সদস্য ..... তাহলে আসুন, ওদের অভিজ্ঞতার কথা ওদের মুখ থেকেই শুনে নি .....

..... পট পরিবর্তনের মিউজিক .....

পট ২

..... (রাস্তায় গাড়ি ইত্যাদি চলার আবহ) .....

বকুল- আচ্ছা রজত, আমরা এই যে কলকাতা ছেড়ে এত দূর কর্ণাটকে বেঙ্গালুরু এলাম, শ্রীমতী নেহা মালিনির থিয়েটার ওয়ার্ক-শপের ওপর রিপোর্ট লেখার জন্য, এটা কিন্তু বেশ থ্রিলিং ব্যাপার তাইনা? এই নেহা ম্যাডাম কিন্তু একজন সেলিব্রেটি ...

সীমা – যা বলেছিস, এই ওয়ার্ক শপের মজাটা হল উনি এখানকার একটা পাবলিক স্কুলের ছাত্রদের থিয়েটার, নাটক ও অভিনয়ের ওপর ক্লাশ নেবার জন্য সরকারী অনুদান পেয়েছেন ...

রজত – হ্যাঁ আজকাল এই ধরণের উদ্যোগ খুব দেখা যায় ... তবে এইরকম একটা কাজের রিপোর্ট তৈরির অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া কিন্তু আমাদের জন্য এই প্রথম তাইনা? ...

বকুল – ইয়েস, একদম ঠিক বলেছিস, দেখিস দারু-ণ রিপোর্ট তৈরি করব আমরা, যাকে বলে ফাটাফাটি রিপোর্ট হা- হা- হা- (হাসি) (এফেক্ট মিউজিক)

রজত– এই তো, এই তো লোকেশনে এসে গেছি, ড্রাইভারজি রোক দিজিয়ে এখানেই থামান, (গাড়ি থামার এফেক্ট) আয় সবাই নেমে আয় .....(সকলে নেমে পড়ে) ... দাঁড়া, মিঃ সুরেশকে একটা কল করি

(মোবাইলে নম্বর টেপার শব্দ ... ফোন রিং করে ...)

সুরেশ- হ্যালো, হু ইজ স্পিকিং , কউন বোল রহা হ্যায় ?

রজত - আই আয়াম রজত বোস ফ্রম দা নিউজ চ্যানেল ... (কথার মাঝেই "ওয়েলকাম ওয়েলকাম" বলতে বলতে দরজা ঠেলে সুরেশ বেরিয়ে আসেন ...)

সুরেশ- স্বাগতম, স্বাগতম প্লীজ কাম ইন, নমস্কার নমস্কার ..... উই আর এক্সপেক্টিং ইউ, প্লীজ এইদিকে, সামনের অডিটোরিয়ামে ওয়ার্কশপ শুরু হয়ে গেছে ফিফথ গ্রেড স্টুডেন্ট দের নিয়ে ... প্লীজ কাম ... (কথায় কানাড়ি টান থাকবে ... করিডরে হাঁটার আওয়াজ)

সীমা – আপনি তো বেশ ভাল বাংলা বলেন খুব আশ্চর্য লাগছে ...

সুরেশ – হা- হা- হা , ভিতরে গেলে আরও আশ্চর্য হবেন ... যাই হোক

আপনারা অডিটোরিয়ামে ঢুকে যান, আমি একটু কাজ সেরে পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে নেব, ঠিক আছে? ...

রজত – ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার, ... এই সকলে ক্যামেরা চালু কর .....

(হাল্কা মিউজিকের এফেক্ট, ওরা অডিটোরিয়ামে ঢোকে)

বকুল – হ্যাঁ, চালু করেছি ... কিন্তু (ফিসফিস করে) দেখ দেখ, ঐ ছেলেটাকে দেখ, নেহা ম্যাডাম কানাড়া ভাষায় যা যা বলছেন ও সেটা কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে পরিষ্কার বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছে। কি ব্যাপার বলত? এখানে বাংলায় কথা বলছে !!!

রজত – (ফিসফিস) বুঝতে পারছিনা ... কেসটা কি ..... বাচ্চাগুলো ওকে মহেশদা বলে ডাকছে আর কথা বলছে বাংলায় ... ইন্টারেস্টিং .....

বকুল – দাঁড়া, আমাদের কাজটা হয়ে গেলে আমরা মহেশের সাথে আলাদা করে কথা বলব ... ব্যাপারটা কালটিভেট করতে হচ্ছে .....

..... (পট পরিবর্তনের মিউজিক) .....

পট ৩

..... (ওয়ার্কশপ শেষ বাচ্চারা হৈ হৈ করতে করতে চলে যাচ্ছে) .....

রজত – আচ্ছা মহেশ, তুমি তো দেখছি একদম নিখাদ বাঙালি, ... তা তুমি এখানে এঁদের মধ্যে কিভাবে এলে একটু খুলে বলবে?

মহেশ – আমি আপনাদের কৌতূহলের কারণটা বুঝতে পারছি ... সব বলছি ... তার আগে চলুন ঐ ক্যান্টিনে গিয়ে বসি ... আপনাদের লাঞ্চের ভার আমার ওপর আছে ... তাই খেতে খেতে সব বলব ... চলুন ... আপনারা টেবিলে গিয়ে বসুন, আমি খাবারটা অর্ডার দিয়ে আসি .....

..... (ক্যান্টিনের পরিবেশ).....

রজত – এই তো মহেশ এসে গেছে, (চেয়ার টেনে বসার আওয়াজ) হ্যাঁ ভাই মহেশ, বল, এবার তোমার কাহিনী শুরু কর .....

মহেশ - আমি মহেশ দলুই, আমরা সুন্দরবন এলাকার মানুষ, সেখানে আমাদের কিছু কৃষিজমি ছিল, কিন্তু আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে আমি বাবা মায়ের হাত ধরে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ কয়েক বছর ধরে খুব ঝড়বৃষ্টির জন্য প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হচ্ছিল ; সমুদ্রের জল ও নদীর জল মিলেমিশে একাকার ... তখন ঐ অঞ্চলের নিচু জমি গুলো ডুবে গিয়ে সেখানকার জমি নষ্ট হয়ে যায়, নোনা জলের প্রকোপে চাষবাস করা আর সম্ভব হত না ... বাবা তখন বেঁচে থাকার জন্য চিংড়ি চাষের ভেড়িতে কাজ নিয়েছিল, ...নানা কারণে সেই কাজও চলে গেল ...

বকুল – সে কি ? তাহলে ...

মহেশ – বলছি দিদি, বলছি ... এই রকম অবস্থা যে শুধু আমাদের হয়েছিল তা নয়, আমাদের গ্রামের অনেকেরই তখন জীবিকা বলতে কিছু নেই, অভাব, অনটন তখন নিত্য সঙ্গী ... সে এক পাগল পাগল অবস্থা .....

সীমা – তারপর?

মহেশ - দিদি, আমি তো তখন ছোটো, তাও মনে আছে ... বাবা ও আরও কয়েকজন গ্রামবাসী মিলে সেখানকার ঘর বাড়ি ফেলে রেখে পরিবার শুদ্ধ গ্রাম ছেড়ে কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হবে বলে ঠিক করল ...

বকুল – কোলকাতা? কোলকাতা কেন? ওখানে তোমাদের জানাশোনা ছিল?

মহেশ – না,না ... সে এক অনিশ্চিতের পথে বেরিয়ে পড়া ... শুধু শুনেছিলাম ওখানে গেলে কাজ পাওয়া যাবে ... তাই সবাই ছুটেছিল কলকাতার দিকে ... কাজের আশায়, খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে তো .....

রজত – কাজ পাওয়া গেছিল? ... থাকতে কোথায়? ... পুনর্বাসনের কোনও আশ্বাস কি তোমরা পেয়েছিলে ?

মহেশ – নাহ না, (বিষন্ন গলায়) আমরা এসে উঠেছিলাম এক বস্তিতে ... থাকার

এইরকম পরিবেশের সাথে আমাদের পরিচয় ছিল না ... মনে পড়ত গ্রামের গাছপালার কথা, মাটির উঠানের কথা, খোলামেলা পরিবেশের কথা ... মনটা হু হু করে উঠত, কান্নাকাটি করতাম ... শহরের ধরণ ধারণ, জীবন যাত্রার মান সবই ছিল গ্রামের থেকে আলাদা ..... বাবা, কাকারা সব সকালে কাজের খোঁজে বেরিয়ে যেত ... কাজ বলতে দিনমজুরের কাজ, ডক অঞ্চল বা বন্দরে মাল খালাসের কাজ ... এইসব .....

সীমা – মজুরি কি রকম ছিল? খরচে কুলাত?

মহেশ – না কুলাত না, তাই কষ্টের সংসারে শেষমেশ মাকেও কাজে বেরোতে হল; আমাদের মত ভিটেমাটি, জমিজমা ছেড়ে আসা মানুষদের মনের ক্ষত-তে প্রলেপ দেবার মত কোনও ব্যাবস্থাই ছিলনা ..... (বিষন্নতায় ভরা গলা)... নিজের দেশে থেকেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্থ হোয়ে নিজেদেরকে ভিনদেশী বলেই মনে হত .... (উপযুক্ত আবহ সুর) .....

রজত – তুমি খুব সুন্দর করে কথা বল তো !! (একটু ইতস্তত করে) একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মহেশ ?

মহেশ – হ্যাঁ, বলুন না...

রজত – তুমি কতদূর পড়াশুনা করেছ আর বেঙ্গালুরু তেই বা এলে কি করে? ...

মহেশ – কলকাতায় থাকা কালিন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ; প্রধাণত তাদের উদ্যোগেই আমার এখানে আসা ... এসে দেখি বেশ কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার এখানে থাকেন, তাঁদের সবাই কাঠের কারখানায় কাজ পেয়েছেন ... মাসে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা মজুরি ...

বকুল – আর এই ছোটো ছোটো বাঙ্গালী ছেলেমেগুলি বুঝি সেই সব পরিবার থেকে এসেছে?

মহেশ – একদম ঠিক ধরেছেন ম্যাডাম, (একটু ব্যাস্ত হয়ে) স্যার, সব ঘটনাই আপনাদের বলব, কিন্তু তার আগে, ঐ যে বেয়ারা এসে গেছে আমাদের লাঞ্চ নিয়ে (প্লেট ইত্যাদি রাখার শব্দ) ... আসুন তার সদ্ব্যবহার করা যাক ...

সীমা – হ্যাঁ, জবর খিদেও পেয়েছে ... (সকলের হাসি... টুক-টাক কথা ... সকলে লাঞ্চ উপভোগ করছে সেই এফেক্ট ...)

রজত – দারুণ খেলাম ভাই মহেশ, তোমাদের আতিথেয়তার তুলনা নেই ...

বকুল – একেবারে ঠিক বলেছিস ... যাক মহেশ, এবার তাহলে তুমি তোমার জীবনের কাহিনী আবার শুরু কর ...

মহেশ – হ্যাঁ যা বলছিলাম, সেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির কাজই হল আমাদের মত তথাকথিত 'উদ্বাস্তু'-দের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা ..... ওদের সাহায্যেই আমি ১১ ক্লাশের পরীক্ষায় পাশ করি ... হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর আমার যোগাযোগ হয় মিঃ সুরেশের সঙ্গে ... উনিই আমাকে এখানে কাজ দেন ..... আমার মত অনেককেই উনি জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন (মহেশের মোবাইল বেজে ওঠে .....)

রজত – এই কার ফোন বাজছে ?

মহেশ – (হেসে) এটা আমার ফোন বাজছে, ওহো, সুরেশ স্যার ফোন করেছেন ... আমি একটু কথা বলে নি কেমন?

রজত – ওহ, সিওর সিওর .....

মহেশ - "হ্যালো, হ্যালো স্যার বলিয়ে জি" (বলতে বলতে চেয়ার ঠেলে ওঠে এবং একটু দূরে গিয়ে কথা বলে, কথা অস্পষ্ট হয়ে আসে)

রজত – শোন, আমি একটা কথা ভাবছি, আমাদের হেড অফিসে ফোন করে মহেশের ওপর একটা প্রতিবেদন তৈরি করার অনুমতি চেয়ে নেব, কি বলিস তোরা ? ভালো হবে না?

বকুল – একদম ঠিক বলেছিস, আমার মনেও এই কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল ... দারুণ ব্যাপার হবে কিন্তু .....

সীমা – দা-রু-ণ হবে ..... (এর মধ্যেই মহেশ ফিরে আসে)

মহেশ - রজত স্যার, ভাল হোল ফোনটা পেয়ে, সুরেশ স্যার জানতে চাইছিলেন আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছি ... শুনে উনিও খুব উৎসাহিত হয়েছেন ... উনি আপনাদের ওনার অফিস ঘরে নিয়ে যেতে বললেন, চলুন সবাই .....

রজত - বাহ বাঃ, ভালই হল তাহলে,..... বুঝলি সীমা, বকুল, তাহলে আমাদের নতুন প্ল্যানের ব্যাপারে ওনার মতামতটাও জেনে নেওয়া যাবে .....

সীমা – হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছিস রজত, ওনার অনুমতিটাও তো আমাদের দরকার

বকুল – এখন চল চল, আমার খুব এক্সাইটেড লাগছে, তাড়াতাড়ি চল .....

..... (পট পরিবর্তনের মিউজিক) .....

পট ৩

সুরেশ – আসুন, বসুন বসুন, প্লীজ টেক ইওর সিটস ... সরি আপনাদের আলোচনা চলা কালিন আপনাদের ডেকে আনলাম, আসলে আমিও খুব উৎসাহিত বোধ করলাম মহেশের কাছ থেকে জেনে, তাই শোনার লোভ সামলাতে পারলাম না, আপনারা আপনাদের আলোচনা চালিয়ে যান প্লীজ, ... মাঝে মাঝে আমিও পার্টিসিপেট করব ...

রজত – অবশ্যই, সে তো আমাদের সৌভাগ্য স্যার ; আচ্ছা মহেশ তোমার কখনও মনে হয় নি যে গ্রামে ফিরে গিয়ে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেটা দেখে আসতে .....

মহেশ– না স্যার মনে হয়নি, প্রায়ই বাবা, কাকারা বলাবলি করতেন যে আমাদের গ্রামের মত সুন্দরবন এলাকার অন্য অন্য গ্রাম থেকেও নাকি লোক শহরে চলে আসছে জীবিকার খোঁজে ..... তাই আর ফিরে যাবার কথা মনে আসেনি .....

সুরেশ – এইখানে আমার একটু বক্তব্য আছে, যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে তথ্য সংগ্রহর অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাতে করে দেখেছি যে যদিও বাইরের থেকে বিনিয়োগকারীরা প্রচুর অর্থ দিয়ে নোনা জলের জমি কিনে prawn tank বা চিংড়ি - ভেড়ি করেছে তাতে প্রথম দিকে লাভ হলেও পরের দিকে নানান ভাইরাস আক্রমণ ও মীনের মানের অবনতি হওয়ায় চিংড়ি উৎপাদন মার খেয়েছে ... ফলে লোকজন আবার তাদের কাজ হারিয়েছে ও গ্রামের পর গ্রাম খালি হয়ে গেছে ...ফলে লোকজনের নিরাপত্তার কোনও গ্যারান্টি না থাকায় তাঁরা বাস্তু হারা হয়ে পড়েছেন ...

সীমা – আর ইউনাইটেড-নেশন বা রাষ্ট্র পুঞ্জের ১৯৫১ সালের 'রিফিউজি কনভেনশন' অনুযায়ী এই ধরণের বাস্তু হারা লোকেদের আইনগত ভাবে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোনও দাবি থাকে না, তাইতো ?

সুরেশ – একেবারে ঠিক বলেছেন আপনি। তবে এই আইন পরিবর্তন করে সংশোধনী বিল আনার কথা ভাবা হচ্ছে .....

রজত – এই সুন্দরবন তো এক বিশাল এলাকা ... তাইনা?

মহেশ – আমি বলব স্যার এর পরিমাপ কত ...

সুরেশ – (কানাড়ি ভাষায় বলে ওঠেন) নিঃসংশয়ভাগি ... অবশ্যই বল ...

মহেশ – সুন্দরবন বদ্বীপ প্রায় এক মিলিয়ন হেক্টর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত .....

বঙ্গোপসাগরের উপকুলে গঙ্গা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র এই তিনটি নদীর মোহনায় গড়ে উঠেছে সুন্দরবন ... তিনটি নদী দ্বারা বাহিত পলির পরিমাণ প্রায় এক বিলিয়ন টন ..... UNESCO এই সুন্দরবনকে 'ন্যাচারাল হেরিটেজ সাইটস' এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন কারণ এর স্থলে-জলে যে বিপুল পরিমাণ অসাধারণ জীববৈচিত্র দেখতে পাওয়া যায় তা অনবদ্য ... এখানকার মত ম্যানগ্রোভস আর কোথাও নেই ... এই বদ্বীপের চল্লিশ শতাংশ ভারতে ও বাকিটা বাংলাদেশের অন্তর্গত.....

বকুল – বাঃ, কি সুন্দর বর্ণনা দিলে ... তাহলে এত সুন্দর অঞ্চল ছেড়ে লোকে চলে আসে কেন?

সুরেশ – এর কারণটা আমি বলছি ... যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসাগরীয় গবেষণার বিশেষজ্ঞ মিঃ সুগত হাজরার বক্তব্য হল, বিগত চল্লিশ বছরে সুন্দরবন অঞ্চলের ২২০ বর্গ কিলোমিটার তীরভুমি সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে গেছে যা কিনা প্রায় কলকাতার ভুমি-পরিমানের সমান। সমুদ্র-জলতলের এই উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে হারিয়ে যাচ্ছে জমি, বাস্তু চ্যুত হচ্ছে মানুষ, হারিয়ে যাচ্ছে প্রাণীকূল .....

রজত – আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এই দিশাহারা মানুষগুলি উদ্বাস্তু জীবন যাপন করলেও তাদের সংখ্যা কোথাও সরকারী ভাবে নথি ভুক্ত হয়নি ... তাই তো?

সুরেশ – একদম সঠিক কথা বলেছেন আপনি ...

বকুল – আর এইখানে আপনাদের এই পাবলিক স্কুলে যে কজন ছোটো ছোটো বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রি দেখলাম তারাও সব এই ধরণের হতভাগ্য পরিবার থেকেই এসেছে ?

সুরেশ - ঠিক তাই ... আর এদের বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া তো দেশবাসী হিসাবে আমাদের কর্তব্য .....

মহেশ – আর এ সবই সম্ভব হয়েছে সুরেশ স্যার এবং দিশারি ট্রাস্টের সহযোগিতায়

সীমা – আচ্ছা স্যার, সুন্দরবন বাদে আর কোন কোন উপকূল আপনি ঘুরেছেন?

সুরেশ – আন্দামান-নিকোবর, মলদ্বীপ সহ ভারতের বিস্তীর্ণ উপকূল ছাড়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ও ইন্দোনেশিয়ায় বহুবার গেছি ... সর্বত্রই একই ছবি ...

রজত – আচ্ছা, এই যে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়ছে এর কারণ কি?

সুরেশ – বিশ্ব উষ্ণায়নই এর কারণ, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে IPCC র পঞ্চম রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মানুষের কীর্তি কলাপের দরুন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ইতিমধ্যে ১.৫ ডিগ্রী বেড়ে গেছে আর তার ৯০ শতাংশর প্রভাবে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হচ্ছে ও তীরভূমি গ্রাস করছে .....

বকুল – এই IPCC মানে তো বিশ্বের ১৯৫টি রাষ্ট্রর মধ্যে 'ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ' –এর জোট তাইনা?

সুরেশ – আপনে সহি বোলা ম্যাডাম .....

সীমা – আচ্ছা আপনি যে উপকূল অঞ্চলে বিপর্যয়ের জন্য হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির কথা বললেন না সেটা যদি একটু বিশদ করে বলেন ...

সুরেশ – হ্যাঁ, এইতো কিছুদিন আগে বুদ্ধন্ত করভী নামে বছর চল্লিশের এক জেলের সাথে কথা হল... আরবসাগরে এক মাছ ধরার ট্রলারে তার ডিউটি থাকে ... তার বাড়ি পশ্চিম উপকূলের এক গ্রামে ... একের পর এক বিপর্যয়ে কাবু এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সাগরের ঢেউ এর আঘাত থেকে বাঁচতে গড়ে তোলে ইট সিমেন্ট বালির গাঁথনি বা সি-ওয়াল যা কিনা তীরবর্তী ঘর গুলোকে বাঁচাতে পারে ... কিন্তু এটা একবারেই সাময়িক ব্যবস্থা ... তীরের ভাঙ্গন রোধে প্রথম প্রথম কাজে আসলেও তা মোটেও সুস্থায়ি হয়না, পরোক্ষ ভাবে সেগুলি জীবন ও জীবিকার ক্ষতিই করে।

সীমা- সে কি?..... কি করে?

সুরেশ – এই সব নির্মাণের ফলে স্বাভাবিক নিয়মে যে পলি বা সেডিমেন্টেশন প্রক্রিয়া হয় তাতে বাধা পড়ে ... সম্প্রতি ২০১০ সালে 'চেল্লানাম' বন্দর তৈরি হওয়ায়

অবস্থার আরও অবনতি হয় ... কারণ বর্ষাকালে যে সমুদ্র স্রোত দক্ষিণদিক থেকে উত্তরের তীরভূমির দিকে বালু রাশি বয়ে নিয়ে যেত তা আর নিতে পারেনা ফলে উত্তরের তীরভূমিতে ভাঙ্গন দেখা দেয় ... গবেষকদের মতে পোতাশ্রয়কে রক্ষা করার জন্য সমুদ্রে যে বাঁধ এবং সি-ওয়াল তৈরি করা হয় বা গ্রোয়েনস বসানো হয় পরবর্তীকালে সেটাই ভাঙ্গনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ... তাঁদের মতে কেরালার কোস্ট লাইন বরাবর ভাঙ্গনের অন্যতম কারণ এই সব নির্মাণ কাজ ...

রজত – তাহলে বলা যায় যে সুপরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টির অভাবের জন্যই ঠিক মত পুনর্বাসনের কাজ হয় না ... ?

সুরেশ – হুম, সেকথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই, তবে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে মিনিস্ট্রি অফ আর্থ সায়েন্সের অনুমোদনে NCCR বা ন্যাশানাল সেন্টার ফর কোস্টাল রিসার্চ, ভারতের সমুদ্রতীর বা শোরলাইন বরাবর ম্যাপিং-এর কাজ শুরু করেছেন ... IPCC র রিপোর্ট অনুসারে ২০৬০ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে ১.৪ বিলিয়ন মানুষ উষ্ণায়ণের শিকার হবেন ..... তাই আমাদের সঠিক তথ্য সংগ্রহর মত কিছু কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা মাথায় রাখতেই হবে ...

রজত – অবশ্যই স্যার, ... তাই এই মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আমাদের এই আলোচনার একটি প্রতিবেদন আমাদের নিউজ চ্যানেলে প্রচার করতে চাই ... আপনার আপত্তি নেই তো?

সুরেশ – অ-দ্ভু-তা (কানাড়ি ঢঙ্গে) ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল, আপত্তির কোনও প্রশ্নই নেই ... এগিয়ে যাও মাই বয়, এগিয়ে যাও .....

সীমা– তাহলে আপনার সঙ্গে কয়েকটা ফটো শুট করি স্যার ?

সুরেশ – সিওর সিওর, নিঃসংশয়ভাগি ... নো প্রবলেম, নো প্রবলেম .....

(বেশ কয়েকবার ক্যামেরা ক্লিকের শব্দ)

(খুশির এফেক্ট)

রজত - এবার তাহলে আমরা আসি স্যার .....

সুরেশ – ও- কে ..... গুড বাই ..... এভরি বডি ...গুড বাই

সকলে – ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ গুড বাই ।

xxxxxxxxxxxxxxxxx শেষ xxxxxxxxxxxxxxxxxx